আখ সমাচার

নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলের ইক্ষু উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ বিষয়ক মাসিক

পৃষ্ঠপোষকতায় ঃ আনিসুল আজম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বর্ষ-১০ সংখ্যা-৫৭ ॥ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি. ॥ জমাঃ সানি-রজব ১৪৪৪ হিজরী ॥ পৌষ-মাঘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

কৃষার সমাচার

বর্তমান সময়ে করণীয়, জানুয়ারি' ২০২৩
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বক্তব্য

১) নামলা আখ চাষ অব্যাহত রাখুন।

২) মুড়ি আখের জন্য আখ কর্তনের পর পরই আখের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে দিন এবং দু'সারির মাঝে ভালভাবে চাষ করে দিন। পুড়িয়ে দিলে রোগ পোকার প্রাদুর্ভাব হ্রাস পাবে। এর পরে জমিতে রসের ব্যবস্থা করে অনুমোদিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করুন।

৩) আখের জমি আগাছা মুক্ত রাখুন ।

৪) আখের জমিতে ফাঁকা জায়গা পূরণ করে সেচ দিন।

৫। সকালে ও বিকেলে আখক্ষেত পরিদর্শন করুন ও মাজরা পোকার মথ ধরে ধ্বংস করুন। এছাড়া মাজরা পোকাক্রান্ত, গাছ পোকাসহ কেটে ফেলুন ।

৬) আখের সাদা পাতা ও অন্যান্য রোগাক্রান্ত-ঝাড় দেখা মাত্রই ঝাড়সহ তুলে ফেলুন ।

৭। নামলা রোপনের জন্য আখের ডগা বীজ হিসেবে সংরক্ষণ করুন।

৮) প্রিজারমিনেটেড বীজ দ্বারা আখ রোপন করুন ।

"আখে সার, সেচ, যত্ন তিনে মিলে রত্ন"

* নামলা আখ রোপন *

মোঃ কাওছার আলী সরকার
ব্যবস্থাপক (সম্প্রঃ)

আগাম আখ রোপনে বেশী ফলন এবং বেশী লাভ হলেও এ সময় জমির স্বল্পতার কারণে শতকরা ৩০ ভাগের বেশী রোপন সম্ভব হয় না। বাকী শতকরা ৭০ ভাগ আখই নাবী মৌসুমে আবাদ হয়ে থাকে। উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নামলা আখ চাষ করেও আখের ফলন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো সম্ভব। সরিষা, মসুর, প্রভৃতি রবি ফসল ও শীতকালীন শাকসবজি তোলার পর অথবা আখ কাটার পর অথবা আখ কাটার পর মোথা তুলে ওই জমিতে শীতের তীব্রতা কমে আসার সাথে সাথে মধ্য জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি মাস সময় পর্যন্ত-যে আখের চাষ করা হয় তাকে নামলা চাষ বলে। নামলা আখ চাষের বেলায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

জমি নির্বাচনঃ

নামলা আখ চাষের জন্য উঁচু, মধ্যম উঁচু দোঁআশ মাটি বা এটেল দোঁআশ মাটি নির্বাচন করতে হবে।

জাত নির্বাচনঃ

উচুঁ জমির জন্য ঈশ্বরদী-১৬, ঈশ্বরদী-২৬, ঈশ্বরদী-৩২, ঈশ্বরদী-৩৩, ঈশ্বরদী-৩৭, ঈশ্বরদী-৩৯, বি-৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬ এবং মধ্য উচুঁ জমির জন্য ঈশ্বরদী-২০, ও ঈশ্বরদী-৩৪ জাত গুলো নির্বাচন করতে হবে।

জমি তৈরীঃ

এসময় উচ্চ তাপমাত্রা ও শুষ্ক আবহাওয়ার জন্য জমির রস দ্রুত শুকয়ে যেতে পারে। তাই নামলা আখ চাষের জন্য ৪ থেকে ৫টি গভীর চাষ ও মই দিয়ে উত্তম রুপে জমি তৈরী করতে হবে । জমি তৈরির সময় একর প্রতি চার টন পচা গোবর ও আবর্জনা সার ব্যবহার করতে হবে।

নালা তৈরিঃ

নামলা আখ রোপনের সময় বীজ খন্ডগুলো গভীর নালায় রোপন করা উচিত। কারণ এসময়ে জমির ওপর থেকে ৬ ইঞ্চি গভীরতায় কোন রস থাকে না। এঁটেল দোঁআশ মাটিতে তিন ফুট দূরত্বে নালা করতে হবে এবং ৭-৯ গভীরতায় নালা করিতে হবে।

বীজ খন্ড তৈরিঃ

নামলা আখের বেলায় প্রত্যায়িত বীজ ক্ষেত হতে আখের উপরের অর্ধেক অংশ বীজ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। কারণ নিচের অংশে চিনির পরিমান বেশি থাকার ফলে অংকুরোদগম কম হয়।

বীজ শোধনঃ

রোগ-বালাইয়ের আক্রমণ হতে আখ ফসলকে রক্ষা করার জন্য রোপনের আগে আখ বীজখন্ড অবশ্যই ছত্রাক নাশক ঔষধ দ্বারা শোধন করে নিতে হবে।

নালায় সার প্রয়োগঃ

নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলের জন্য একর প্রতি ১১০ কেজি টিএসপি, ৭২.৫০ কেজি ইউরিয়া, ৪৮.৫০ কেজি এমওপি,

৫৬ কেজি জিপসাম, ৩ কেজি জিংক সালফেট ও ২০ কেজি খৈল নালায় প্রয়োগ করে ছোট কোদাল দিয়ে কুপিয়ে নালার মাটির সাথে উত্তম রুপে মিশিয়ে দিতে হবে।

মাটি শোধনঃ

নামলা রোপন করা আখ উঁইপোকার আক্রমণে যে কোন সময় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। উইপোকা দমনের জন্য একর প্রতি ৬ কেজি ফেন্ডল-৩ জি.আর সারের সাথে মিশিয়ে নালায় প্রয়োগ করতে হবে এবং রসের অভাব হলে সাথে সাথে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

সাথী ফসলের চাষঃ

নামলা আখের জমিতে সাথী ফসল হিসেবে চারা পেঁয়াজ, গীমা কলমি, লালশাক, মরিচ, গ্রীষ্মকালীন মুগ ও টমোটোর চাষ করা যেতে পারে। সাথী ফসলের জন্য আলাদা করে সার ব্যবহার ও পরিচর্যা করতে হবে।

ফাঁকা স্থান পূরণঃ

আখ রোপনের ৩০ দিনের মধ্যে যদি ৩ ফুট জায়গার মধ্যে কোন চারা না গজায় সেখানে মাথার বীজ খন্ড/বীজ তলায় চারা/ঘন স্থান হতে চারা তুলে তা দিয়ে ফাঁকা স্থান পূরণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

পোকা মাকড় দমনঃ

নামলা আখের জমিতে এপ্রিল- মে মাসে ডগার মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। আক্রমণ তীব্র হলে এ সময় একর প্রতি ১৬ কেজি কার্বোফুরান ৫-জি প্রয়োগ করতে হবে। কার্বোফুরান প্রয়োগের কারণে গাছের শিকড়ের পরিমাণ ও সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। গাছ মাটি থেকে বেশি পরিমাণে নাইট্রোজেন, আয়রন ও জিঙ্ক গ্রহণ করতে পারে, ফলে গাছের পাতা ঘন সুবজ রং ধারণ করে ।

পরিচর্যাঃ

এছাড়া রোপনের ৯০ থেকে ১২০ দিনের মধ্যে সার প্রয়োগ, সেচ, আগাছা দমন সহ-অন্যান্য পরিচর্যাগুলো সময়মত পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করতে হবে।

ফলনঃ

সঠিক যত্ন নিলে নামলা আখ চাষেও একর প্রতি ২৫ থেকে ৩০ মেট্রিক টন ফলন পাওয়া যায়।

আখের ফাঁকা জায়গা পূরণ

মোঃ শাহীন উদ্দিন
সহ-ব্যবস্থাপক (সম্প্রঃ)

বাংলাদেশে আখের ফলন কম হওয়ার প্রধান কারণ হলো জমিতে মাড়াই যোগ্য আখের সংখ্যা কম হওয়া। লাভজনক ভাবে আখের চাষ করতে হলে একর প্রতি কমপক্ষে ৪০-৪৫ হাজার সুস্থ্য সবল মাড়াই যোগ্য আখ থাকা প্রয়োজন। দেখা গেছে আখ ক্ষেতে ২০-৩০ ভাগের উর্দ্ধে ফাঁকা জায়গা থেকে যায়। বিভিন্ন কারণে বীজ খন্ডের সকল চোখ গজায় না। এ ছাড়া গজানো চারাও নষ্ট হয়ে যায়। যার কারণে আখ ক্ষেতে ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হয় এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ চারা হয় না। তাই আখ ক্ষেতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ চারা তথা মাড়াই যোগ্য আখের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে ফাঁকা জায়গা পূরণ করা অত্যাবশ্যক। তাছাড়া ফাঁকা স্থান পূরণ না করলে আখ ক্ষেতে প্রয়োগকৃত উপকরণ যেমন সার, কীটনাশক, পানি প্রভৃতির অপচয় ঘটে। ফাঁকা জায়গার কারণে বেশী পরিমাণ আগাছা জন্মায় ফলে প্রয়োগকৃত উপকরণের অনেকটাই নষ্ট হয় এবং পরিষ্কার করতে অনেক বেশী অর্থ ব্যয় হয় । কাজেই মুড়ি এবং চারা উভয় আখ ক্ষেতেই ফাঁকা স্থান পূরণ একটি অপরিহার্য শর্ত।

আখ ক্ষেতে ফাঁকা জায়গা পূরণের পদ্ধতি সমূহঃ

ক) বীজ খন্ড দ্বারা ফাঁকা জায়গা পূরণঃ একই জাতের আখের বীজ খন্ড দ্বারা ফাঁকা জায়গা পূরণ করা যায়। আখের সারিতে চারা থেকে চারার দূরত্ব ১ ফুটের বেশী হলে সেই স্থানকে ফাঁকা জায়গা ধরে নিতে হবে এবং সেখানে বীজ খন্ড রোপন করতে হবে অর্থাৎ একটি চারা নিশ্চত করতে হবে। আখ রোপনের ২০-৩৫ দিনের মধ্যে ফাঁকা জায়গা পূরণ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এরপর ফাঁকা জায়গা পূরণ করলে প্রিজারমিনেটেড বীজ ব্যবহার করা ভাল ।

খ) তৈরি চারা দ্বারা ফাঁকা জায়গা পূরণঃ তৈরি চারা দ্বারা ফাঁকা জায়গা পূরণ করা উত্তম। কারণ এতে চারাগুলোর বয়স সমান হয় এবং কুশির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন পদ্ধতিতে তৈরি চারা দ্বারা ফাঁকা জায়গা পূরণ করা যায়। আখের প্রতি ১১ নং লাইনে দুইটি করে বীজ খন্ড রোপনের মাধ্যমে আখ ক্ষেতে অতিরিক্ত চারার ব্যবস্থা রাখা হয়। গ্যাপ হলে সেখান থেকে চারা তুলে তা পূরণ করা হয়। তাছাড়া সয়েল বেডে দুই চোখ বিশিষ্ট চারা উৎপাদন করে ফাঁকা জায়গা পূরণ করা যায়। এ ক্ষেত্রে মাঠে চারা রোপনের দিনই সয়েল বেডের চারা রোপন করতে হবে। মুড়ি আখের বেলায় ঐ জমি এক পাশের মোথা তুলে অথবা অন্য জমি থেকে মোথা এনে ফাঁকা জায়গা পূরণ করা যেতে পারে। তৈরি চারা বা মোথা দিয়ে ফাঁকা জায়গা পূরণের ক্ষেত্রে জমিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে সেচের ব্যবস্থা নিতে হবে।

"ও ভাই চাষী মুখের হাসি
রাখতে যদি চান,
সকাল বিকেল যত্ন নিতে
আখের ক্ষেতে যান"

উপদেষ্টা ঃ মো. আসহাব উদ্দিন, ভারঃ মহাব্যবস্থাপক (কৃষি)
সম্পাদক ঃ মোঃ কাওছার আলী সরকার, ব্যবস্থাপক (সম্প্রঃ)
কার্যকরী সদস্য ঃ মোসাঃ শামীমা পারভীন, ব্যবস্থাপক (বীঃপঃ এন্ড এগ্রো)
ঃ মোঃ গোলাম রব্বানী, উপ-ব্যবস্থাপক (সিপি)
ঃ মোঃ হেদায়েতুল্যা, উপ-ব্যবস্থাপক (ঋণ)

নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস্ লিঃ এর কৃষি বিভাগ থেকে প্রকাশিত ও সজিব প্রিন্টিং প্রেস, গোপালপুর হতে মুদ্রিত